কথার ঘরবাড়ি

সাক্ষাৎকার গ্রহণ
সুশীল সাহা

সম্পাদনা
নিশাত জাহান রানা

কথার ঘরবাড়ি
(একটি সাক্ষাৎকার সংকলন)
প্রচ্ছদ: গোলাম কিবরিয়া
অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৭
স্বত্ব: যুক্ত
প্রকাশক: যুক্ত
মূল্য: টাকা ৫৫০

ISBN: 978-984-92899-3-7

Kathar Gharbarri, a collection of interviews.
Published by Yukta, Dhaka, Bangladesh.
Price: Rs 400

উৎসর্গ

মারুফ হোসেন

'মনে রবে কি না রবে আমারে'

প্রাককথন

কথার ঘরবাড়ি। কার কথা! কেমন কথা!! কি কথা!!! উনবিংশ শতকে জন্মগ্রহণকারি বিশিষ্ট কয়েকজন মানুষ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে বলেছেন তাদের সময়, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে নানা কথা। অত্যন্ত ঋদ্ধ এইসব আলোচনা ও মতামত সাক্ষাৎকার হিসেবে গ্রহণ করেছেন লেখক, সমালোচক ও সংস্কৃতিকর্মী সুশীল সাহা। নানা গুণে গুনান্বিত সুশীল সাহা ১৯৪৭ সালে খুলনা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তারপর তরুণ বয়সে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হন। কিন্তু চিরকাল তিনি থেকে গেছেন বিভক্ত বাংলার সেতু হয়ে। কথার ঘরবাড়ি তার এই চরিত্রবৈশিষ্ট্যেরই আর একটি তর্পণ। দুই বাংলার ১৫ জন গুণী ও সৃষ্টিশীল বিখ্যাত মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, মনোজগত ও কর্মকাণ্ডের কিছু উপাদান তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন দীর্ঘ দুই দশক ধরে। এসব পত্রিকার মধ্যে রয়েছে– বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত *কালি কলম*, *শিল্প ও শিল্পী*, এবং ভারত থেকে প্রকাশিত *অনুষ্টুপ*, *রিভিউ-প্রিভিউ*, *দ্যোতনা*, *প্রাত্যহিক খবর*, *নীললোহিত* ও *Echo*। এছাড়া তিনজন বাংলাভাষা ও সাহিত্যে নিবেদিতপ্রাণ বিশিষ্ট অবাঙালির (ইংল্যান্ড, জার্মানী ও অস্ট্রেলিয়া) সাথে আলোচনাও এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই সাক্ষাৎকারগুলি সংকলিত ও সম্পাদিতরূপে বৃহত্তর পাঠকের হাতে স্থায়ীভাবে তুলে দিতে পেরে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি এই তথ্যসমৃদ্ধ ও সবিস্তার আলোচনাগুলি আগ্রহী পাঠককে সুগভীর তৃপ্তি দেবে।

নিশাত জাহান রানা
২১ ফেব্রুয়ারি ২০১৭

সূচিপত্র

কে. জি সুব্রহ্মণ্যন	:	১৩
বাদল সরকার	:	২৭
তপন রায়চৌধুরী	:	৪১
মণীন্দ্র গুপ্ত	:	৬১
শঙ্খ ঘোষ	:	৭৩
জাহানারা নওশিন	:	৮৩
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	:	৯১
আনিসুজ্জামান	:	১১১
সাইদা খানম	:	১২১
মনোজ মিত্র	:	১৫৭
হাসান আজিজুল হক	:	১৬৯
জন উইলিয়াম হুড	:	১৮১
আজিজুল ইসলাম	:	১৯৯
পি সি সরকার	:	২১৩
ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী	:	২২৫
হানস হারডার	:	২৩৫
উইলিয়াম রাদিচে	:	২৪১
তানভির মোকাম্মেল	:	২৫৫

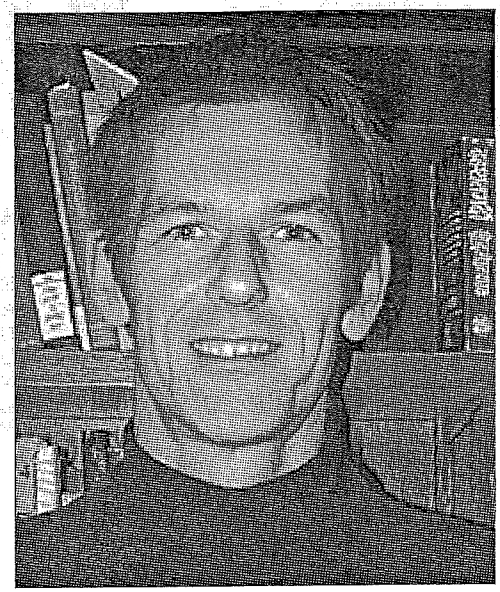

ড. হান্স হারডার

ড. হান্‌স হারডার

জার্মান নাগরিক ড. হারডার বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি নিয়ে নিরন্তর চর্চা করছেন। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের স্নেহধন্য এই ছাত্র গবেষণা করছেন শ্রী দাশগুপ্তের কবিকৃতি নিয়ে।

প্রশ্ন: বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আপনি কীভাবে আকর্ষিত হলেন? কবে থেকে?

উত্তর: বাংলার প্রতি আকর্ষিত হলাম ছাত্রাবস্থায়। গোড়াতে অবশ্যি বাংলার ব্যাপারে সাধারণ জার্মান ছাত্রের মতনই প্রায় কিছুই জানতাম না। আকর্ষণটা সৃষ্টি হয়েছিল ইন্ডিয়ার প্রতি এবং তাই হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ. পড়তে গিয়ে প্রধান বিষয় হিসেবে 'ইণ্ডোলজি' বেছে নিলাম। সেটা ১৯৮৭ সালের ঘটনা। ভারতবর্ষের প্রথম ভাষা হিন্দি বলেই আমাদের সবার একটা সহজ ধারণা ছিল। পড়তে গিয়ে দেখলাম পাঠ্যক্রমে আর একটি ভাষা দরকার– সেই সূত্রে হিন্দির পাশাপাশি বাংলাও নিলাম। আমার শিক্ষক ছিলেন রাহুল পিটার দাস, এবং পাঠ্যপুস্তক হিসেবে তাঁরই লেখা একটা পাণ্ডুলিপি ব্যবহার করতাম (সেই পাণ্ডুলিপিটা শেষ পর্যন্ত ২০১৪ বা ১৫-য় বই আকারে বেরোবার কথা)। ওঁর মতো ভাষা শেখাবার, বিশেষ করে ব্যাকরণ বোঝাবার, পণ্ডিত আমি কমই দেখেছি। আর পড়ার দ্বিতীয় বছরে তিনিই ব্যাকরণ শেষ করে বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তর' পড়িয়েছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমার অনুরাগের সেই থেকে শুরু। আগ্রহটা তারপর আরও অনেক বেড়ে গেল যখন হেইডেলবার্গের সাউথ এশিয়া ইন্সটিটিউটে (যেখানে আমি এখন অধ্যাপনা করি) এসে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সংস্পর্শে এলাম এবং কোলকাতায় গিয়ে বাঙালি পরিবেশের স্বাদ পেলাম।

প্রশ্ন: বাংলা সাহিত্যের প্রতি আপনার গভীর অনুরাগ সুবিদিত। ঠিক কার কার লেখা আপনার প্রিয়? কেন?

উত্তর: প্রিয় লেখার মধ্যে বেশ কয়েকটাকে আমি উনিশ শতকের ক্লাসিক্স

ধরবো। যেমন উপরোল্লিখিত *কমলাকান্ত* অথবা *হুতুম প্যাঁচার নকশা*। একটাতে পাই ঔপনিবেশিক সমাজকে প্রতিবাদ জানিয়ে বুদ্ধির জটিল আর উৎকৃষ্ট চাল, অন্যটাতে নতুন কালীপ্রসন্নের অত্যন্ত টাটকা আর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গছবি। বিশ শতকে এসে পরশুরামের উল্লেখ করতে চাই যাঁর গল্পের অদ্ভুত জগৎ আমি ধাপে-ধাপে আবিষ্কার করেছি। পূর্ব বাংলার/ বাংলাদেশের লেখকদের মধ্যে আমাকে সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ এবং আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের লেখাগুলো বিশেষ প্রভাবিত করেছে। প্রথমজন তাঁর শৈলীগত তীব্রতা আর গাম্ভীর্যের জন্য আর দ্বিতীয়জন তাঁর কথাসাহিত্যের অত্যন্ত উঁচুমানের জন্য। মহাশ্বেতা দেবীর বই বড় আগ্রহে পড়েছি, আজকাল আবার নবারণ ভট্টাচার্যের হার্বার্ট এতো ভাল লাগছে যে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করছি। রবীন্দ্রনাথের লেখায় প্রভাবিত না হওয়া মুশকিল– আমার বেলায়ও তাই। আবার নজরুলের লেখার উচ্ছ্বাসও আমাকে স্পর্শ করেছে, যদিও এমনিতে আমি সাহিত্যরীতি হিসেবে ভাবপ্রবণতার পক্ষপাতী নই। অলোকরঞ্জনের কথা আলাদা ঃ তৃতীয় ধারা আলাদা ভাবে লিখছি।

প্রশ্ন: আপনি শ্রদ্ধেয় অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তর স্নেহধন্য। তাঁর ওপর আপনি কাজও করেছেন। তাঁর লেখার কোন কোন বৈশিষ্ট্য আপনাকে তাঁর লেখার প্রতি মনোযোগী করে তুলেছে?

উত্তর: সাধারণত (অন্তত আমার ক্ষেত্রে) পরিচয় ঘটে প্রথমে লেখার সাথে, তারপর লেখকের সাথে। অলোকদার বেলায় আমার জীবনে প্রথমে তার উল্টো হয়েছে। অলোকদার কবিতা-জগৎ এমনিতে 'অথৈ সাগর'- একসাথে অত্যন্ত সুক্ষ্ম, অনুশীলিত এবং ব্যাপক আর ব্যক্তিগত। তার ওপর সমস্যা এই যে ওনার বেলায় বিশেষ তীব্রভাবে টের পাই যে লেখা আর লেখককে পৃথক করা কত দুষ্কর। তাঁর মুখের কথা অনেক বেলায় যেন কবিতা হয়ে যায়, এবং তাঁর কবিতায়ও ইম্প্রভাইজশনের টাটকা স্বাদ থেকে যায়। তাঁর কবিতার মূল্যায়ন আমার পক্ষে অসম্ভব কারণ মূল্যায়ন করার জন্য যে দূরত্ব দরকার তা আমার নেই। ওঁর কাছে আমার ধার নিয়েও তাই। এইটুকু বলি যে কবিতা আর অলোকদা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর ওঁর কাছে আমার ঋণ শোধ করা যাবে না (আমার সৌভাগ্য এই যে উনি বন্ধু বলে শোধ করতে বলবেন-ও না)।

প্রশ্ন: অলোকরঞ্জন ছাড়া সমসাময়িক বাংলা ভাষার আর কার কার লেখা আপনি পড়তে ভালবাসেন?

উত্তর: তিনজনের নাম তো করেছি। অমিতাভ ঘোষের নামও করতাম, কিন্তু তিনি তো বাংলায় লেখেন না।

প্রশ্ন: বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য আপনার আশা এবং উচ্চাশা কতখানি? ভবিষ্যতে এ নিয়ে আর কি কাজ করতে চান?

উত্তর: বাংলা ভাষার বিষয়ে আশা অনেক আছে, সাহিত্যের বিষয়েও আছে। যদিও অমিতাভ-রা বাংলাতে লিখলে হয়তো আরও আশা থাকতো। এটা কোন অভিযোগ নয়, শুধু হয়তো একটু বিরাগ, এবং কথাটা এভাবে বলা-ও ঠিক নয়। মূলত কিন্তু একটা ভাষা/ সাহিত্যকে সুন্দর রাখতে হলে তাকে কিছুটা সৃজনশক্তি দান করতে হবে; সেটা যতোটা হবে ততটা বাংলা সাহিত্যের সুখ্যাতি থাকবে।

বিশ্বমানের যোগ্যতায় বাংলা সাহিত্যের স্থান আপনি কোথায় দিতে চান? কেন?

উত্তর: বাংলা-হিন্দি বেশি পড়ি আর অন্য ভাষা কম বলে এই তুলনা অথবা স্থান নির্ণয়ও আমাকে দিয়ে হবে না। পঞ্চধারা দ্রষ্টব্য: হওয়ালেই হয়-এর মতো ব্যাপার এটা। ঊনিশ-বিশ শতকের বাংলা সাহিত্য নিশ্চয়ই বিশ্বসাহিত্যের প্রিমিয়ার লীগের খেলোয়াড়। একুশ শতকে কি হবে আমরা দেখবো।

প্রশ্ন: পাঠকের অবগতির জন্য বাংলা ভাষায় আপনার কাজের একটি তালিকা যদি দেন তাহলে খুব ভালো হয়।

উত্তর:

- দিশা সাহিত্য পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু লেখা (শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায়);
- দেশের বই সংখ্যায় সব মিলিয়ে বোধ হয় চার বার লিখেছি;
- মৌলিক বাংলা রবীন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ লেখা নিয়ে একটা প্রবন্ধ ২০১১ সালে দেবব্রত ঘোষের সম্পাদিত একটা সংকলনে বেরিয়েছে;

● এখন বেরোবে 'বাংলাদেশের পথে হাঁটা' শিরোনামে একটা প্রবন্ধ ঢাকার 'দৈনিক প্রথম আলো'য়।

প্রশ্ন: অনুবাদকর্মের ব্যাপারে আমাদের দুর্বলতা একজন বিদেশি হিসেবে আপনি কিভাবে দেখেন? বাংলা ভাষায় লেখা প্রচুর কালোত্তীর্ণ সাহিত্য এখনো বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছায়নি। আপনি কি পরামর্শ দেবেন এ ব্যাপারে?

উত্তর: পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব আদৌ আপনাদের অর্থাৎ বাংলাদেশি বাঙালিদের নয়। প্রবাসী বাঙালিরা এ ব্যাপারে সক্রিয় হতে পারে এবং হয়েছেও কিছুটা। বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রজন্মের প্রবাসী এমন অনুবাদের কাজে হাত দিলে অনেক কিছু হতে পারতো। ওরা আবার অনেকে মা-বাবাদের প্রবাস আপন করে নিতে এতো ব্যস্ত যে বাংলার দিকে 'পেছনে' তাকাবার প্রবণতা কম। আরও বেশি দায়িত্ব কিন্তু আমাদেরই, অর্থাৎ বিদেশি– যারা বাংলা নিয়ে চর্চা করি। দুঃখের বিষয় যে আমরা শুধু হাতে গোণা অল্পজন।

প্রশ্ন: ভবিষ্যতে আপনি আর কি কোনো বিশেষ কাজ করতে চান বাংলা ভাষা বা সাহিত্য নিয়ে?

উত্তর: অবশ্যই। আপাতত পরিচালনার কাজে এত ব্যস্ত আছি যে বড় কোনও কাজ হাতে নেওয়ার সাহস নেই। কিন্তু বাংলা নিয়ে আরও অনেক কিছু করতে চাই।

প্রশ্ন: বাঙালি পাঠক সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

উত্তর: আশ্চর্য বাঙালি পাঠক অনেক দেখেছি। আমার দেশে সাহিত্য মুখস্ত করে রাখা আমার প্রজন্ম থেকে পুরোপুরি লোপ পেয়েছে মনে হয়। বাঙালি পাঠকের মধ্যে এই গুণটা এখনও হারায় নি। মুখস্ত করাটা সাহিত্য আস্বাদনের শর্ত বলে মনে করি না, কিন্তু সেটা সাহিত্যবোধ টাটকা রাখতে সাহায্য করে। ক্রিটিকাল রিডার্সও অনেক দেখেছি বাঙালিদের মধ্যে। আমি বলি আশ্চর্য পাঠকদের ছাড়া বাংলার মতো আশ্চর্য সাহিত্য আসবেই বা কোথা থেকে?